MERMAID GROUP

MERMAID GROUP™

MEMBER BLDA
Reg. No: C-668(08)/06

for the nation...

বিস্‌মিলস্নাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রিয় গ্রাহক
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এই সৌন্দর্যময় প্রকৃতির মাঝে মনোমুগ্ধকর অনাবিল প্রশান্তিময়, নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশে সুখে শান্তিতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চাই নিষ্কন্টক জমিতে প্রাণ খুলে নিঃস্বাস নেয়ার স্বপ্নীল আবাসন। যা সব ধরনের দূষণ, যানজট ও কোলাহলমুক্ত, সবুজে ঘেরা নিরিবিলি সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ বাস্তবায়নের ও মানুষের কল্যানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে মারমেইড হাউজিং লিঃ-এর একটি আবাসন প্রকল্প "মারমেইড গ্রীন সিটি"।

আমাদের প্রিয় রাজধানী ঢাকা আজ জনসংখ্যার ভারে নুইয়ে পড়েছে। অপরিকল্পিত বাসস্থান ব্যবস্থাপনার ফলে রাজধানীবাসী নগরায়নের সুফল থেকে বঞ্চিত। যানজট, শব্দ দূষণ গাড়ির কালো ধোয়ার ক্ষতিকর প্রবাহ, অপরিকল্পিত ইমারত নির্মাণ, রাস্তাঘাট, জলাবদ্ধতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের প্রতিবন্ধকতার চাপে রাজধানী শহর জর্জরিত। ফলশ্রুতিতে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন আজ বাধাগ্রস্থ। এই অবস্থা সমাধানে চাই সুষ্ঠ নগর ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত অত্যাধুনিক যুগোপযোগী আবাসন ব্যবস্থাপনা। এই অবস্থা উপলব্ধি করে সরকার "রাজউক পূর্বাচল নিউ টাউন মেগা সিটি" পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলছে যা মোট বাসস্থান চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম।

রাজউক পূর্বাচল নিউ টাউন মেগা সিটিতে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস, বিদেশী দুতাবাস, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার স্থায়ী ভবন, দেশের সর্ববৃহৎ শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সু-উচ্চ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীক কেন্দ্র, "বঙ্গবন্ধু ট্রাই টাওয়ার" (১১১, ৭১, ৫২তলা বিশিষ্ট), রাজউক অফিস সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী স্থাপনা। যানজট নিরসনে পূর্বাচল ও এর চারিপাশে বেষ্টিত রোডগুলোতে থাকবে অটো সিগনাল পদ্ধতি, রোডগুলো ৫০০', ৩০০', ২০০', ১৮০', ১২০' ও ১০০' ছয় ও চার লেনের প্রশস্থ রোড, যা দেশের সর্বদিকে রোড নেটওয়ার্ক কানেকশনে সহজ হবে।

"মারমেইড গ্রীন সিটি" অতি সম্ভাবনাময় নগরীতে হওয়ায়, জমির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। মধ্যম আয়ের পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, সরকারী-বেসরকারী চাকরিজীবী ও বিদেশে অবস্থিত রেমিটেন্স যোদ্ধাদের করে দিবে নিষ্কণ্ঠক, নির্ভেজাল একখন্ড জমির মালিক। আপনাদের কষ্টে অর্জিত অর্থ শতভাগ নিরাপদ বিনিয়োগের মাধ্যমে আলোকিত সুন্দর শান্তিময় হোক আপনাদের আগামীর

একনজরে পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ "মারমেইড গ্রীন সিটি"
অবস্থান	ঃ রাজউক পূর্বাচল ৬০́ - ১৮০́ - ৩০০́ ফিট রাস্তা সংলগ্ন ২৮নং সেক্টরের পাশে উলুখোলা ব্রীজের গা ঘেঁষে "মারমেইড গ্রীন সিটি"র অবস্থান।
প্রকল্পের এরিয়া	ঃ ১৫৩০ বিঘা {প্রস্তাবিত}।
প্লটের ধরণ	ঃ ২.৫, ৩, ৪, ৫, ১০, ২০ কাঠা।
রাস্তা	ঃ ১০০́, ৫০́, ৪০́ ও ৩০́ ফিট রাস্তা প্রশস্থ।
নির্মান পদ্ধতি	ঃ প্রাথমিক অবস্থায় পুরো প্রকল্প ৫টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে।
ব্লক সমূহ	ঃ ব্লক - এ, ব্লক - বি, ব্লক - সি, ব্লক - ডি এবং ব্লক ভিআইপি।
মৌজা	ঃ চঙ্গের বাইদ, নন্দীবাড়ী, হারবাইদ।

ভূমি ব্যবহারের নীতি (প্রধান বিষয়াবলী)

আবাসন	- ৪৮.৮০%
বাণিজ্যিক প্লট	- ৩.৯০%
প্রশাসন	- ১.৯০%
শিল্প সংক্রান্ত	- ১.০০%
রিসার্চ এবং প্রতিষ্ঠান	- ১.৩০%
সড়ক যোগাযোগ	- ২৫.৯০%
বাহ্যিক এবং সামাজিক অবকাঠামো	- ৮.০০%
লেক	- ১.৫০%
বন, উদ্যান, সবুজ গার্ডেন	- ৫.১০%
খেলাধুলা সুবিধা	- ২.৬০%

MERMAID HOUSING LTD™

for the nation...

বিশ্বস্থতার প্রতীক "মারমেইড গ্রীন সিটি" গ্রাহকের কাছে অঙ্গিকারবদ্ধ

- প্রকল্পে ৪০% জমি আইনানুগভাবে নাগরিক সুবিধার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- বালি ভরাটকৃত রেডি প্লট মূল্য পরিশোধের সাথে সাথেই রেজিস্ট্রেশনসহ বাড়ি করার সুবিধা।
- এককালীন মূল্য পরিশোধে বাউন্ডারিসহ তাৎক্ষনিক জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
- "মারমেইড গ্রীন সিটি" প্লটের ৫০% মূল্য পরিশোধে গ্রাহককে বায়না রেজিষ্ট্রি প্রদান, অবশিষ্ট টাকা কিস্তিতে পরিশোধের সু-ব্যবস্থা।
- ১০০% নিষ্কণ্ঠক জমি, মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যেই এককালীন ও কিস্তিতে প্লট বুকিং এর সুবিধা।
- মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারবেন নিজের ঠিকানা।
- জমির মূল্য তুলনামূলক কম হওয়ায় ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে।
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী জমি/প্লট সাবকবলা করার পর গ্রাহক চাইলে জমিতে বাউন্ডারী ও নেম প্লেট দিতে পারবে।
- প্রকল্পটি উঅচ এর আওতামুক্ত-বন্যা মুক্ত ঋষড়ড়ফ ঋষড়ি জোন এর বাহিরে হওয়া প্লট হস্তান্তরের কোন সমস্যা নেই।
- প্লট বুকিং এর পরবর্তীতে যে কোন সময় গ্রাহক তার প্লট বাতিল করে কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী টাকা ফেরত নিতে পারবেন।
- এখনই বাড়ি করতে চাইলে ৩০% ইউটিলিটি চার্জ কোম্পানী বহন করবে, এতে গ্রাহকের ব্যয়ভার কমে যাবে।
- এককালীন টাকা পরিশোধের ১বছর পর গ্রাহক তার প্লট কোম্পানীর নিকট চলমান মূল্য অনুযায়ী রি-সেল করতে পারবেন।

লোকেশন ম্যাপ

সাংকেতিক চিহ্ন

সংযোগ সড়ক	নদী	রেল লাইন
প্রধান সড়ক	লেক	মারমেইড গ্রীন সিটি
ফ্লাইওভার	ব্রীজ	মারমেইড ডুপ্লেক্স টাউন

অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

রাজউক পূর্বাচলের পরিকল্পিত শহরের পাশে উলুখোলা ব্রীজ এর সাথে আধুনিক মেগা সিটি পূর্বাচল উপশহর ২৮নং সেক্টর এবং এশিয়ান হাইওয়ে ১৮০ ফিট রোড সংলগ্ন আমাদের প্রকল্প "মারমেইড গ্রীন সিটি" অবস্থিত। কুড়িল বিশ্বরোড হতে মাত্র ২৫ মিনিট, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ৩০ মিনিট, টঙ্গী বাজার হতে ১০ মিনিট, টঙ্গী ষ্টেশন হতে ১৫ মিনিট এবং মিরের বাজার হতে ১০ মিনিটে পৌঁছানো যায়। এছাড়াও গাজীপুর চৌরাস্তা ও ভুলতা গাউছিয়া হতে প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত করা যায় এছাড়াও প্রকল্প থেকে রাজধানী ঢাকার যেকোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৩০ মিনিটের ড্রাইভে সহজেই যাতায়াত

প্রকল্পের অবস্থান:

জেলা ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

থানা ঃ পূবাইল

ওয়ার্ড নং ঃ ৪২

মৌজা ঃ চঙ্গের বাইদ, নন্দীবাড়ী, হারবাইদ।

নিকটস্ত এলাকা	দূরত্ব ও সময়
উত্তরা - আব্দুল্লাহপুর	৬ কি: মি: (৭ মি.)
শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	৯ কি: মি: (১০ মি.)
কুড়িল ফ্লাইওভার	১১ কি: মি: (১২ মি.)
পূর্বাচল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	৮ কি: মি: (৯ মি.)
রাজউক পূর্বাচল নিউটাউন ২৬ ও ২৭ নং সেক্টর	৩ কি: মি: (৫ মি.)
উলুখোলা ব্রিজ	২ কি: মি: (৩ মি.)
মিরের বাজার	৪ কি: মি: (৫ মি.)
টঙ্গী বাজার	৭ কি: মি: (৮ মি.)

“মারমেইড গ্রীন সিটি”তে কেন বিনিয়োগ করবেন ?

- রাজউক পূর্বাচলে পরিকল্পিত প্রকল্পের গা ঘেঁষে “মারমেইড গ্রীন সিটি” হওয়ায় পূর্বাচলের সকল সরকারী সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবেন।
- আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অবস্থিত একটি সু-পরিকল্পিত নতুন প্রজন্মের শহর “মারমেইড গ্রীন সিটি”।
- রাজউক পূর্বাচল হবে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচাইতে পরিকল্পিত উপ-রাজধানী শহর। এই শহরের পার্শ্ববর্তী যতগুলো বেসরকারি হাউজিং প্রকল্প আছে এর মধ্যে সবচেয়ে কাছের প্রকল্প “মারমেইড গ্রীন সিটি”।
- রাজউক পূর্বাচল ২৮ নং সেক্টরের গা ঘেঁষে অবস্থিত “মারমেইড গ্রীন সিটি”।
- প্রকল্পের জমি উঁচু হওয়ায়ায় উন্নয়ন খরচ অনেক কম এবং যে কোন সময় গাড়ী নিয়ে “মারমেইড গ্রীন সিটি” প্রকল্পে সরাসরি প্রবেশ করা যায়।
- প্রকল্পের পাশে ৬০´ - ১৮০´ - ৩০০´ ফিট প্রশস্থ রাস্তা প্রস্তাবিত রয়েছে।
- “মারমেইড গ্রীন সিটি” এর প্লটের মূল্য তুলনামূলক অন্য যে কোন প্রকল্পের চেয়ে অনেক কম। যা সকল আয়ের ও পেশাজীবিদের ক্রয় সীমার মধ্যে এককালীন ও কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধর সু-ব্যবস্থা।
- “মারমেইড গ্রীন সিটি” এখনই বিনিয়োগ করার সুবর্ণ সুযোগ। “মারমেইড গ্রীন সিটি”-এ বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনি পাচ্ছেন শত ভাগ নিশ্চয়তা এবং সেই সাথে হচ্ছেন মারমেইড হাউজিং লিঃ এর গর্বিত সদস্য।
- ঢাকা শহরের সর্বদিক থেকে অতিসন্নিকটে সর্বাধুনিক আবাসন ব্যবস্থা।
- রাজউক পূর্বাচল থেকে ১০ মিনিটের পথ। সকল সরকারী, বেসরকারী অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হাতের নাগালেই।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ, সর্বাধুনিক ও পরিকল্পিত শহরের সন্নিকটে।
- বাংলাদেশে একটি মাত্র প্রকল্প বিনিয়োগ করলেই বছর শেষে নিশ্চিত মুনাফা। আপনার বিনিয়োগকৃত অর্থ যে কোনো সময় ফেরৎযোগ্য।
- বিএলডিএ সি-৬৬৮(০৮)/০৬ হওয়ায় নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করতে পরেন “মারমেইড গ্রীন সিটি” তে।

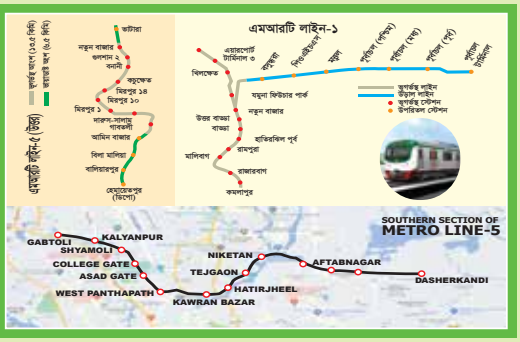

প্লট বরাদ্দের নীতিমালা

- "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে এবং প্লট খালি থাকা সাপেক্ষে গ্রাহক তার পছন্দসই প্লট বুকিং দিতে পারবেন।

- কোম্পানীর নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদনকারী ও নমিনির ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও কাঠা প্রতি ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা বুকিং মানিসহ গ্রাহককে প্লটের জন্য আবেদন করতে হবে, এককালীন অথবা কিস্তিতে ২০% ডাউন পেমেন্ট ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রাথমিক ভাবে কোম্পানীর সাথে চুক্তি হবে। অবশিষ্ট টাকা চুক্তি অনুযায়ী ১২ থেকে সর্বোচ্চ ৬০টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন।

- ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্লট গ্রহীতা মাসিক ধার্যকৃত কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবেন।

- সকল প্রকার পেমেন্ট গউজ্গঅওউ ঐঙটঝওঘএ খএঊট. এর অনুকূলে নগদ/ চেক ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধে কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত মানি রিসিট সংগ্রহ করতে পারবেন।

- বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ক্রেতাগণ সমপরিমান টাকা বৈদেশিক মূদ্রায় টিটি বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন।

- কিস্তির অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ৯০ দিন পর্যন্ত অপরিশোধিত অর্থের উপর ২.৫% হারে বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে কিস্তি পরিশোধ করা যাবে।

- প্রকল্পের পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সরবরাহ ১ম পক্ষের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় ব্যবস্থা করা হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ আনুপাতিক হারে প্লট গ্রহীতাকে বহন করতে হবে। উক্ত খাতে প্রকল্পের খরচ অনুযায়ী তা নির্ধারণ করা হবে।

- প্রকল্পের স্বার্থে অথবা অনিবার্য কারনবশত প্রকল্পের ডিজাইন এবং লে-আউটের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কোম্পানী সংরক্ষণ করে।

- যদি কোন কারণে সরকার প্রকল্পের জমিসহ অন্যান্য জমি অধিগ্রহণ করে, তাহলে ১ম পক্ষ কোন ভাবেই দায়ী থাকবে না। উল্লেখ্য যে, সেক্ষেত্রে গ্রহীতার প্রদেয় সম্পূর্ণ টাকা ১ম পক্ষ কর্তৃক কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে ফেরৎ প্রদান করা হবে।

- প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনরূপ বিলম্ব হলে, তা গ্রহীতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

- কোন গ্রহীতা বুকিং এর টাকা প্রদান ও বরাদ্দ প্রাপ্তির পর যদি কোন কারনে আবেদনকারী বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করে প্রদত্তকৃত টাকা ফেরত চান তাহলে কোম্পানী বরাবর লিখিত আবেদন প্রেক্ষিতে বরাদ্দপত্র বাতিল করে ৭ কর্ম দিবসের মধ্যেই গ্রাহকের টাকা ফেরত প্রদান করা হবে। তবে বিক্রিয়ের সময় কোন বিশেষ প্রমোশন থাকলে বা গিফট প্রদান করা হলে তার অর্থ প্রদানকৃত অর্থের সাথে সমন্বয় করে কর্তন করা হবে।

- যদি গ্রাহক জমির মোট মূল্যের ৭৫% (শতকরা পচাঁত্তর) কিস্তি পরিশোধ করার পর মৃত্যুবরণ করলে বা শারীরিকভাবে পূর্ণরূপে পঙ্গুত্ব বরণ করলে কোম্পানী তার নিকট হতে আর কোন টাকা গ্রহন না করেই গ্রাহকের নমিনি/উত্তরাধিকারীর কাছে প্লট হস্তান্তর কার হবে।

- "মারমেইড গ্রীন সিটি"তে ২য় পক্ষ যদি মালিকানা সংক্রান্ত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে চায় তাহলে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে কাঠা প্রতি ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা পরিবর্তন ফি এবং ২য় পক্ষ যদি প্রকল্প পরিবর্তন করতে চায় ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে কাঠা প্রতি-২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা প্রকল্প পরিবর্তন ফি প্রদান করবেন।

- প্লটের সম্পূর্ণ মূল্য ও রেজিস্ট্রি খরচ পরিশোধ করণ সাপেক্ষে ক্রেতার অনুকূলে বা তার মনোনীন ব্যক্তি বরাবরে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে প্লট হস্তান্তর করা হবে। ক্রেতা রেজিস্ট্রেশন আনুসাঙ্গিক খরচ বহন করবেন যেমন- স্ট্রাম্প, শুল্ক, রেজিস্ট্রেশন ফি, উন্নয়ন ভ্যাট ও অন্যান্য।

- কোম্পানী নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী প্লটের মূল্য নির্ধারিত হবে। উলেখ্য যে, কোম্পানী যে কোন সময় মূল্য তালিকা পরিবর্ধন, পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষন করে। তবে কোন প্লট বুকিং হওয়ার পর ঐ প্লটের মূল্য কোন অবস্থাতে পরিবর্তন করা যাবে না।

- প্লট গ্রহীতাকে প্রতি মাসের ০১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে চলতি মাসের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। প্লট বুকিং এর পর একটানা ০৩ মাস কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে/প্রদান না করলে উক্ত প্লট বুকিং বাতিল করার ক্ষমতা কোম্পানী সংরক্ষণ করে।

- এককালীন মূল্য পরিশোধে ৭ দিনের মধ্যে সাব-কবলা রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হবে।

- প্লট হস্তান্তরের পর প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য প্লট মালিকদের সমন্বয়ে "প্লট মালিক সমিতি" গঠিত করতে হবে। সকল প্লট মালিকগণই উক্ত সোসাইটি সদস্য হবেন। সোসাইটি সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য ফান্ড থাকবে এবং সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফান্ডে টাকা জমা

কোম্পানীর অনুমতি ছাড়া নীতিমালা পরিবর্তন করা যাবে না।
কর্তৃপক্ষ।

নাগরিক সুযোগ-সুবিধা

"মারমেইড গ্রীন সিটি" রাজউকের নিয়ম অনুযায়ী সরকারী প্রকল্পের সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধার আওতাভূক্ত। শিশুদের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ শিশু পার্ক, খেলার মাঠ এবং মনোরম লেক। প্রকল্পটিতে রয়েছে ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সকল নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অত্যাধুনিক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ কমিউনিটি সেন্টারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও বিনোদনের কথা বিবেচনা করে মহিলা ও পুরুষের জন্য পৃথক হেলথ ক্লাব জিমনেশিয়াম, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, সুইমিংপুল। কেন্দ্রীয়ভাবে বহুতল শপিং সেন্টার ও মার্কেটসহ আধুনিক সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত আবাসিক প্রকল্প "মারমেইড গ্রীন সিটি"।

অবকাঠামোগত সুবিধা

প্রকল্পে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থাকবে, যা দ্বারা প্রকল্পের গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, পোষ্ট অফিস, পয়ঃনিষ্কাশন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ স্টেশন/ ফাঁড়িসহ প্রয়োজনীয় চাহিদা সমূহ সরকারী ও বেসরকারী নীতিমালা অনুযায়ী পূরণ করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ পূর্বক এ সমস্ত কার্যাবলী যথা সময়ে সমাধান কল্পে কোম্পানী সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লেখিত অবকাঠামোর জন্য প্রকল্পে জমি/স্থান নির্ধারিত রয়েছে।

যৌথভাবে প্লট/ফ্ল্যাটে বিনিয়োগ করুন ১০০% নিশ্চিত থাকুন নিজেকে সাবলম্বী করুন।

যৌথ বিনিয়োগঃ

- কোম্পানীর বৃহৎ প্রকল্পে অংশীদারিত্ব ও মুনাফার ভিত্তিতে প্লট/ফ্ল্যাট নির্মাণে প্রকল্পভিত্তিক চুক্তিতে বিনিয়োগ করার সুযোগ। আপনার বিনিয়োগ হোক নিজের ও দেশের কল্যাণে।

প্লট/ফ্ল্যাটে বিনিয়োগঃ

- অর্থ বিনিয়োগকারী ২০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা প্লট/ফ্ল্যাটে বিনিয়োগ করতে পারবেন। আপনারা বিনিয়োগকৃত টাকার সিকিউরিটি হিসেবে সমপরিমাণ জমি/ফ্ল্যাট রেজিঃ দেওয়া হবে, চুক্তিভিত্তিক সময় সীমা ১-৫ বছর মেয়াদী হবে। বিনিয়োগ অনুযায়ী মুনাফা লাভের সুযোগ।
- বিনিয়োগকারী যে কোন সময় তাহার বিনিয়োগকৃত অর্থ লভ্যাংশসহ ফেরত নিতে পারবেন এবং কোম্পানী দিতে অঙ্গিকারবদ্ধ।
- কোম্পানীর বহুমূখী প্রকল্পে চলমান-আপনার পছন্দ ও প্রয়োজন মোতাবেক বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।
- কোম্পানীর প্রয়োজনে যে কোন সময় লভ্যাংশসহ সমূদ্বয় টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীগণ প্লট/ফ্ল্যাট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।
- কোম্পানীর সাথে বিনিয়োগকারী নিয়ম অনুযায়ী নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিবদ্ধ থাকবে।
- উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
- আপনার বিনিয়োগ শতভাগ নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঞ্চয়।

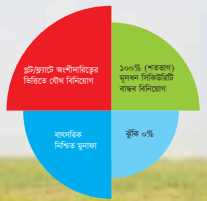

Hotline: +88 01897-623950

MERMAID HOUSING LTD™

MERMAID DEVELOPMENT LTD
for the nation...
www.mermaidgroupbd.com

Mermaid Green City

MERMAID Duplex Town

Mermaid Industrial City

Mermaid Resort Cox's Bazar

MERMAID Fisheries

Mermaid Asset LTD

Executive Car Source LTD

MERMAID River View

MERMAID Dairy & Agro

MERMAID Holding LTD

MEMBER BLDA
Reg. No: C-668(08)/06

MERMAID HOUSING LTD™

Corporate Office:
Praasad Trade Center, Level-7,
Road # 6, Kamal Ataturk Avenue,
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh

London Office:
London Road, CaplestMerry,
Ipswich, Suffolk, UK.
www.mermaidgroupbd.com

Email : info.mermaidgroup@gmail.com
Facebook: fb/mermaidgroup.bd
Cell : +88 01897-623950